নারী দিবস এবং অতঃপর

গত ৮ই মার্চ ছিল বিশ্ব নারী দিবস। অন্যান্য বারের মত এ বছরও দিবসটি পালিত হয় বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আর আলোচনার মধ্য দিয়ে। প্রতিবারের মত এবারও নারীর অধিকার, বৈষম্য নানা বিধ বিষয়ে আলোচনা হলেও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টি ছিল উপেক্ষিত। তেমন গুরুত্বআরোপ করা হয়নি বরাবরের মতই বিষয়টিতে। নারী অধিকারের যত শর্তই পুরণ হোক না কেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া নারী মুক্তি বা নারী আন্দোলন কোনোটাই সফল হবে কি? নারী মুক্তি বা নারী আন্দোলনের অন্যতম বিষয় হোক অর্থনৈতিক মুক্তি বা আর্থিক অধিকার। অন্যরাও আমার সঙ্গে একমত হবেন কি?

সামিয়া রেজোয়ান
ধানমন্ডি, ঢাকা

একটি ভালো বই

বইমেলায় অসংখ্য বই বের হয়েছে। কিন্তু ভালো বই কোথায়? হঠাৎই প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এ পড়লাম ক্যান্সার আক্রান্ত এক কবির গ্রন্থের খবর। প্রথমে মানবিক কারণে বইটি কেনার ইচ্ছে জেগেছিল। কিন্তু বইটি পড়ে বিস্ময় জাগল। এত সুন্দর, মনোজ্ঞ, গল্পের মতো গদ্য লিখেন কমল মমিন, ভাবাই যায়না। সত্যি, ২০০০-এর তুলনা নেই। কমল মমিনকে নিয়ে না লিখলে বঞ্চিত হতাম অসাধারণ গদ্যগুলি থেকে। প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি ক্যান্সার আক্রান্ত কবি কমল মমিন-এর 'আমাকেও মনে রেখো' বইটি কিনুন, পড়ুন।

আহসান
৪২/২৩/৩, ঝিকাতলা (নিচতলা)
ঢাকা-১২০৫

একজন কবির কথা

ক্যান্সার আক্রান্ত কবি কমল মমিন-এর অসাধারণ গদ্যের বই 'আমাকেও মনে রেখো'। ধন্যবাদ সাপ্তাহিক ২০০০ কর্তৃপক্ষকে। কমল মমিনকে নিয়ে না লিখলে বইটির সন্ধান পেতাম না। কমল মমিন এক শক্তিশালী গদ্যশিল্পী। তার লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি বইটি কিনে পড়ার জন্য। কিনলে ঠকবেন না।

রুবি, ঢাকা

ঘুমিয়ে আছেন তিনি

কিছুদিন আগে কচিকাঁচার আসরে স্থপতি এফ. আর. খানের ছোটোখাট জীবনী জানতে পারলাম। যিনি Sears Tower-এর নক্শা বানিয়েছিলেন। ফরিদপুরের লোক ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি খুব ব্যস্ত থাকতেন। সৌদী আরবে কাজ করতে গিয়ে ওখানেই উনি মারা যান। এ ছাড়াও বহু তথ্য ছোট্ট বন্ধুরা আমাদের দিয়েছে, আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রবাসী কারো যদি এই বিখ্যাত ব্যক্তিটির কথা জানতে ইচ্ছা করে তবে যারা শিকাগোর কাছাকাছি রয়েছেন তারা চেষ্টা করলেই তার সম্বন্ধে সবকিছু জানতে পারবেন। '৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধেও তিনি বিদেশে থেকে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। অথচ তার কবর আমেরিকার শিকাগোতে Graceand সিমেট্রিতে অবহেলায় পড়ে আছে।

Prince (sh-p)
Notre Dame College

সুরা বাকারা

২৩ ফেব্রুয়ারি 'মাদ্রাসা শিক্ষা' শিরোনামে প্রিন্সের একটি চিঠি সাপ্তাহিক ২০০০-এ ছাপা হয়েছে। উক্ত চিঠিতে প্রিন্সের একটি ভুল তথ্যের কারণে আমি এ চিঠিটি লিখতে বাধ্য হলাম। উক্ত চিঠিতে প্রিন্স লিখেছেন, সুরা বাকারায় সব ধরনের ফতোয়াবাজি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আমার মনে হয় লেখকের হয়তো কোনো জায়গায় ভুল হয়েছে বা ভুল শুনে থাকতে পারেন। কারণ সুরা বাকারায় এ ধরনের কোনো আয়াত নেই। এমনকি সম্পূর্ণ কোরআনের কোথাও ফতোয়া অবৈধ করে কোনো আয়াত নেই। প্রিন্সের উক্ত চিঠিটি পাঠ করে আমি আবারো নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সুরা বাকারা পাঠ করি। কিন্তু কোথাও এ ধরনের কোনো বাক্য নেই।

ওয়াজিদ সাদ ফারাবী
৮৩/৪, দেওয়ানজি পুকুর, চট্টগ্রাম

ভদ্রোচিত প্রতারণা

সাভার এলাকার দুটি গ্রাম কালামপুর, জয়পুর। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামীণ জনপদের তুলনায় এ গ্রাম দুটি বিখ্যাত। বিখ্যাত শুধু বাংলাদেশেই নয়- বিশ্ব মিডিয়ার কারণেই এই গ্রাম দুটি স্বতন্ত্র একটি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গেলো বছর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের এখানকার আশ্রয়ণ প্রকল্পগুলো ঘুরে দেখার কথা ছিলো। এ কারণেই তাবৎ দুনিয়ার সাংবাদিক, বাংলাদেশে অবস্থিত কূটনৈতিক মিশনের কর্তাদের এ গ্রামে যাতায়াত বেড়ে গিয়েছিলো। পরে নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে এই গ্রামে যেতে দেয়া হয়নি। এক বছর পর এই সেদিন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার শিডিউলেও এখানে আসার কথা ছিলো। তিনিও আসেননি।

কেন আসেননি এখন এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর। প্রশ্ন হচ্ছে, এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংগ্রামী মানুষগুলোর সঙ্গে বারবার এই প্রতারণা কেন? এখানকার সহজ-সরল সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই বিল ক্লিনটন বা কফি আনানের মতো ব্যক্তিদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়। এরা সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। এদের সংগ্রাম দেখতেই তো ক্লিনটন বা কফি আনানের এখানে আসার কথা। এই গ্রামের মানুষ তো তাদের কথা ঢোল পিটিয়ে শোনাতে চায় না। এদের কথা জেনেই সরকার বা কূটনৈতিক মিশনের ব্যক্তিরা ভিভিআইপিদের কর্মসূচি নির্ধারণ করে। এরা সর্বত্র দেখে না বলে বলা উচিত দেখানো হয়। কিন্তু বিল ক্লিনটন, কফি আনানের সময় হয় না। এদের স্বপ্নভঙ্গ হয়- কি অদ্ভুত ভদ্রোচিত প্রতারণা।

কবির, সাভার

আর একটি যুদ্ধ চাই

ধর্ম আমার মা। মা থাকে অন্তরে ও ভালোবাসায়। অথচ ভারতীয় শিবসেনার জ্ঞাতিভাই কতিপয় মৌলবাদী আর রাজাকার মিলে ধর্মকে ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছে। আর তা হতে উপার্জিত লাভ নিয়ে ফতোয়াবাজের ডগ ফাদারেরা (Dog Father) ক্ষমতা ভোগের স্বপ্ন দেখছে। এদের পাশে কখনো থাকেন জগৎনেত্রী(?) কখনো থাকেন বিশ্বনেত্রী(?)। রাজাকার ও ফতোয়াবাজেরা আবার ধর্ম ব্যবসার লাভ নিয়ে নারীর পদলেহনে ওস্তাদ। হাজারী, আমিনী, শ. ওসমান, নিজামী, গো. আযম ও জাতীয়তাবাদী আলবদরেরা দু'মুখো সাপের একই বিষ। এদের বিষাক্ত ছোবল হতে দেশ ও ধর্মকে বাঁচানোর প্রয়োজনে এখনই দরকার আর একটি মুক্তিযুদ্ধ। তাই, ধর্মের শাশ্বত শান্তির বাণী অন্তরে নিয়ে নজরুলের অগ্নিবীণা হাতে দেশমাতৃকার আব্রু এবং ধর্মের পবিত্রতা রক্ষায় যুদ্ধে যেতে হবে।

শাহরিয়ার হাসান শাহেদ , Jeddah, Saudi Arabia

নেতারা এরকমই

রাজনৈতিক নেতাদের। যুবকদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমস্ত দেশটাকে আজ মৃত্যু উপত্যকা বানিয়ে রেখেছে। শীর্ষস্থানীয় কিছু নেতা-কর্মীর অপকর্মের কারণেই সাধারণ মানুষ সমালোচনা করছে নিজের জন্মভূমিকে। একটু উল্টো করে ভাবুন তো! কি পেয়েছেন মতলববাজ নেতাদের কাছ থেকে! কয়েকটি কেস নইলে অকাল মৃত্যু বা একাকী পথ চলায় ছুরিকাঘাত কিংবা সমস্ত যৌবনটাই কেটে গেল জেলখানায়। এই জন্যই কি পৃথিবীতে এসেছিলেন? নেতাজী মামলেট স্যান্ডুইস আর কফি খেতে খেতে খুনের সারাংশটুকু পড়েন আর ভাবেন তোরা জীবন দিচ্ছিস বলেই তো আমার এত সুখ। কার মায়ের কোল খালি হলো চিন্তার বিষয় নয়, সভা-মিটিং-এ একটু কান্নার ঢং করলেই সব মেকাপ।

Lablu T.A. Don
Mizuho-Nihongi, Tokyo, Japan

গণতন্ত্রের মানসকন্যা

কিছুদিন আগে সরকারি দলের এক মন্ত্রী সাংবাদিকদের হাত-পা ভেঙে দেবার কথা বলেছিলেন। ফেনীর তরুণ সাংবাদিক টিপু সুলতানের হাত-পা ভেঙে তারই দৃষ্টান্ত রাখলেন ফেনীর সাংসদ জয়নাল হাজারী। জয়নাল হাজারী প্রচন্ড ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। ক'দিন আগে এক দৈনিক পত্রিকায় কার্টুনে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই ব্যক্তিকে স্যালুট দিয়ে ইয়েস স্যার, জি স্যার বলতে দেখানো হয়েছে। এটা কি শুধুই কাল্পনিক? সত্যিই দুঃখ হয়, গণতন্ত্রের মানসকন্যার এমন গণতন্ত্র চর্চায়।

হোসেন আবেদ আলী
গুপ্তপাড়া, রংপুর-৫৪০০

গুণীর কদর নেই

গাছের প্রাণ আছে, এই তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা জগদীশ চন্দ্র বসু। বাংলাদেশের বেশির ভাগ শিক্ষিত মানুষই এই কথাটা জানেন। অথচ বলার সময় এমনভাবে বলেন যেন, এই তত্ত্বটা মূল্যবান কিন্তু খুব বেশি নয়। অথচ উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব তত্ত্বের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে উদ্ভিদের প্রাণ স্পন্দন তত্ত্ব। ভাবতেই বুকটা গর্বে ভরে যায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই পদার্থবিদ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী আমাদের দেশেরই মানুষ। দুঃখের বিষয়, এই অসাধারণ মানুষটির নামে আমাদের দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট নেই। অথচ থাকাটা উচিত ছিল। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করছি এই মহান বিজ্ঞানীর নামে একটি মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট স্থাপনের। কিছুদিন আগে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ড: মুহাম্মদ কায়কোবাদ একটি দৈনিকে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন সেই পুরনো কথাটি, 'যে দেশে গুণীর সম্মান নেই, সে দেশে গুণী জন্মায় না।'

মনোজ ভৌমিক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সাংবাদিকরা সাবধান!

লিখতে বসলেই অনেক সমস্যা মাথায় এসে সব এলোমেলো করে দেয়।। 'আর বাংলা ছবির মতো বিষয়ের সাথে কাহিনীর অমিল গড়তে চাই না। আমার এ লেখা মূলত সাংবাদিকদের জন্য'। খুব ভয় হয় ২০০০ ম্যাগাজিনের সাংবাদিকদের সাহসিকতা দেখে। তাঁরা এতো বাস্তব এবং কঠিন কথাগুলো আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন যা না পড়লে বোঝা যায় না। আমার পক্ষ থেকে একটি অনুরোধ থাকবে- আপনারা আপনাদের লেখা চালিয়ে যাবেন এবং অবশ্যই সাবধানে থাকবেন মানুষ নামের হিংস্র পশুগুলো থেকে।

নাসরিন, নিউইয়র্ক

কলোনিতে ময়লা পোড়ানো

আজিমপুর কলোনিতে বর্তমানে প্রায় প্রতিদিনই ময়লা এবং পাতা পোড়ানো হচ্ছে। ময়লা এবং ঝরা পাতা ঝাড়ু দিয়ে সেগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলাই সুইপারদের কাজ। কিন্তু কলোনির সুইপারেরা ময়লা ও পাতা একত্র করে তা ডাস্টবিনে না ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এতে পুরো কলোনিই ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হচ্ছে। এ ধোঁয়া শিশু, বৃদ্ধ, হাঁপানি রোগী এবং যাদের ধোঁয়ার এলার্জি আছে তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তানভীর মাহমুদ
আজিমপুর কলোনি, ঢাকা-১২০৫

এক প্রভাষকের কান্ড

পিতার মৃত্যুর বিনিময়ে আমি পরীক্ষা দিত চাইনি। উপরের কথাগুলো আমার নয়। নিমসার জুনাব আলী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শামীম আহমেদ মামুনের। গত ৮ ফেব্রুয়ারি এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের শেষ দিনে শামীম তার পিতা জয়নাল আবেদীনকে নিয়ে কলেজে গিয়েছিল ফরম পূরণ করতে। দরিদ্র বর্গাচাষী জয়নাল আবেদীন অনেক কায়ক্লেশে ১ হাজার টাকা জোগাড় করে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলেন বাকি টাকা পরে জোগাড় করে দেবেন। এ সময় কালেজের একজন প্রভাষক তার সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করে অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে তাকে বের করে দেন। অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বাইরে এসেই জয়নাল আবেদীন স্ট্রোক করে বারান্দায় লুটিয়ে পড়েন এবং মারা যান। কি মর্মান্তিক ঘটনা। ধিক প্রভাষক! শত ধিক আপনাকে। আপনাদের মতো অমানুষ প্রভাষকদের জন্য একটি পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে।

সুলতানা শিখা
মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী

আমার বাবাকে বাঁচান

আমার বাবা একজন ক্যান্সার রোগী। বাংলাদেশের নাগরিকত্বটুকু ছাড়া আমাদের কোনো সহায়-সম্বল নেই। আমরা বেঁচে আছি বাবার একটি গদ্যের বইয়ের বিক্রির টাকা আর সুজন-সুহৃদদের সহায়তায়। বাবাকে (Serum Calcitonin) নামে রক্তের একটি পরীক্ষার জন্য ছুটে যেতে হয় মুম্বাই। সেটির জন্যে দিতে হয় ২০০ ভারতীয় রুপি। সামান্য এই পরীক্ষাটি ঢাকায় হয় না। প্রতিবেশী দেশ ভারতে ক্যান্সার রোগীদের জন্য বিমান-ট্রেন-বাসে অর্ধেক ভাড়া নেয়া হয়। এখানে তাও পাওয়া যায় না। কোনো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে না এসব ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। অথচ বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীদের জন্য অনেক সোসাইটি আছে। অনেক এনজিও চাঁদা ওঠায়, এমনকি অনকোলজি ক্লাব নাম দিয়ে ব্যান্ড সংগীতের অনুষ্ঠান করে ক্যান্সার রোগীদের সাহায্যার্থে। আমি জানতে চাই, তারা কোথায় কোন ক্যান্সার রোগীর জন্যে কি করেছেন? এ ব্যাপারে সাহসী সাপ্তাহিক ২০০ -এর কাছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আশা করি।

নির্জন মমিন, কমল মমিন সোসাইটি, বাড়ি ৫৫/জি, সড়ক ৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-৯

চলচ্চিত্র নিয়ে

সম্প্রতি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ছবিগুলো দেখার জন্য ভিড় যেন উপচে পড়ছিল প্রদর্শনী কেন্দ্রগুলোর প্রাঙ্গণে। ঝড় বয়ে গেল ভারতীয় বাণিজ্যিক ছবি আমদানির পক্ষ-বিপক্ষ বিতর্কে। ভারতীয় ছবি আমদানি করলে নাকি দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমরা দর্শকরা অসুস্থ, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ কোনো 'শিল্প' চাই না। চাই না ফাঁকা মাঠে গোল দেয়া দেখতে। আমরা চাই সুস্থ বিনোদনের ছবি— হোক তা বাণিজ্যিক কিংবা সামাজিক, দেশী কিংবা বিদেশী। স্বীকার করছি কিছু 'দর্শক' আছেন যারা অশ্লীলতার চর্চা করেন। আমরা যারা দর্শক সমাজের বৃহত্তম অংশ চাই সুস্থ, রুচিশীল বিনোদন। আমরা চাই বিশাল সব বাজেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের অল্প পুঁজি নিয়ে বাজারে স্থান করে নিতে। যেমনটি নিতেন অতীতের পরিচালক-প্রযোজকরা, এমনকি এখনও বিকল্প ধারার যারা আছেন। হাতে গোনা ক'জন কুশিক্ষিতের সুবিধার জন্য দেশের গোটা দর্শক সমাজকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার কারও নেই।

প্রিন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি, ঢাকা-১০০০